স্বাভাবিক হত্যা

স্বরাজ চক্রবর্ত্তী

শহরে একই মাসে চারচারটে খুন হয়ে গেল কিন্তু তেমন কোন তদন্তের উন্নতি ঘটছে না। কলকাতা পুলিশের কর্তা ব্যাক্তিদের মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে যে এটা কিভাবে সম্ভব যে পরপর খুন হলেও খুনের কোন প্রমান নেই কারন ডাক্তারি সার্টিফিকেট অনুসারে সবই স্বাভাবিক মৃত্যু । হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মৃত্যু ঘটছে। সারা দেহে আঘাতের কোন চিন্হ নেই। মৃত্যুর হওয়ার পূর্বে কোন হাতাহাতি বা লড়াইয়ে কোন সাক্ষ্য প্রমান নেই । আছে শুধু পেপার কাটা কিছু অক্ষর দিয়ে লেখা চার চার রকমের নোট। এটা যে খুন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাহলে ডাক্তারি পরীক্ষায় তা স্বাভাবিক মৃত্যু হয় কিভাবে?

দিল্লী ক্রাইম ব্রাঞ্চের বিশেষ এক অফিসারকে এবার দায়িত্বে আনা হল। তিনি এই বিষয়ে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। এর আগে চারটে কেশ উনি সফল ভাবে শেষ করেছেন। নাম জীবন রাউত, আই পি এস, স্পেশাল ক্রাইম ইন্সপেক্টর। উনি আরেক নামে পরিচিত আছেন, মিঃ সোলুউসান নামে। যখনই কোন কেশ জটিল আকার ধারন করে তখনই মিঃ সোলুউসান এর ডাক পড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। এক্ষেত্রেও অন্যথা হয়নি। জীবন রাউত এবার কলকাতায় বিশেষ অফিসার অন ডিউটি নিযুক্ত হলেন।

ওনার বয়স পঁয়তাল্লিসের উর্দ্ধে । গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, প্রায় এক সপ্তাহ শেভ করা হয়নি। পরনে একটা সাধারন জামা ও ট্রওজার তবে মুখে একটা দামী সিগার রয়েছে। আজ তার কেশের চার্জ নেওয়ার কথা । উনি কেশ নেওয়ার আগে সমস্ত তদন্তকারী অফিসার যারা এই কেশের সাথে যুক্ত তাদের সাথে কথা বলতে চান। ওনার স্বভাবটাই এই রকম যে প্রতিটা পদক্ষেপ নেওয়ার আগে প্রতিটা বিষয়ে ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। ঘরে একটি গোল টেবিলে মূল তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে আরো ছয়জন আলাদা অফিসারে সাথে আর দশ মিনিটের মধ্যে মিঃ সোলুউসান দেখা করবেন এবং সবার আশা যততাড়াতাড়ি সম্ভব ওই আপদ ও মিডিয়ার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই উনি বললেন, - 'নমস্কার বন্ধুরা, আচ্ছা আমাকে একেবারে প্রথম থেকে বলুনতো ঠিক ঠাক কি কি ঘটেছে ? সাক্ষ্য প্রমান ও সন্দেহ কার দিকে ? কোন ক্লু আছে কি না ? যাবতীয় তথ্য যা এই কেশের সাথে জড়িত। আপনারা আমার কাছে কিছুই গোপন করবেন না'। ওনার মধ্যে বয়সে সবচেয়ে কনিষ্ঠ অফিসারটি উঠে দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখনই মিঃ সোলুউসান তাকে বাধা দি.য়ে বললেন, - 'আপনার নাম' ! তিনি উত্তর দিলেন রত্নবীর ঘোষ। তবে আমায় সবাই বীর বলে ডাকে।

মিঃ সোলুউসান - ' বীর বাবু আপনি বসেই সমস্ত বক্তব্য বলতে পারেন'।

এবার রত্নবীর বাবু প্রথম থেকে রিপোর্টটা বলা শুরু করলেন, - 'ঘটানার সূত্রপাত গত দুমাস আগে, তারিখ ২রা এপ্রিল ২০১২ সাল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত চারটি খুন, প্রায় একই ভাবে। কোন সাক্ষ্য প্রমান নেই । কোন অস্ত্র বা শস্ত্রের ব্যবহার নেই। এমনকী ডাক্তারী মতে মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে ঘটেছে'।

মিঃ সোলুউসান - 'আহা রত্নবীর বাবু আমিতো এগুলি ফাইলে পড়েছি। আপনি একটু ব্যাখ্যা করে বলুন । যেমন ধরুন প্রথম বার যিনি খুন হন তার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড কি ছিল । কোন মোটিভেশন বা উদ্দেশ্য পাওয়া গেছে কিনা। অথবা কোন ম্যাসেজ, যা থেকে কোন পথ পাওয়া সম্ভব'। উনি বিরক্তির সাথে বললেন।

রত্নবীর বাবু উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ স্যার ওনার ব্যাকগ্রাউন্ড আমি তদন্ত করেছি। সেটা আমি আপনাকে বলছি । কিন্তু স্যার তার আগে একটা কথা আপনাকে না বললেই নয়। প্রতি মৃত্যুর পর একটা খবরের কাগজে কাটিং করে লেখা একটা চার লাইনের কবিতা পাওয়া যায়। এই কবিতা গুলি ছড়ার মতন ও কোন বিখ্যাত লেখকের নয় বলে আমাদের ধারনা। যেমন প্রথম মৃত্যুর পর এই চারটি লাইন পাওয়া গিয়েছিল' । বলে রত্নবীরবাবু একটা কাগজ টেবিলে এগিয়ে দিলেন।

পৃথিবীতে আজি ঘন অন্ধকার
আজ আর নেই বাধা, নেইকো কোন বাঁধন,
তোমায় দিলাম উপহার

তোমার অহংকারেই তোমার পতন।।

জীবনবাবু লাইনগুলি ভালকরে পড়লেন এবং বললেন, 'বডি কোথায় ও কি ভাবে পাওয়া যায়' ?

রত্নবীরবাবু উত্তর দিলেন , 'বডি আমরা পাই একটি গাড়িতে, জায়গাটার নাম অজয়নগর'। তিনি আরো বললেন, 'বডিতে কোথাও কোন আঘাতের চিন্হ ছিল না, তাই আমরা প্রথমে আত্মহত্যার কেস ভাবলাম কিন্তু ডাক্তারী রিপোর্টে পেলাম যে হৃদযন্ত্র বিকল হওয়ার জন্য মৃত্যু । কিন্তু এরকম অবস্থায় গাড়িটি কোথাও ধাক্কা লাগার কথা থাকলেও তেমন কোন চিন্হ নেই। ভাল করে খুঁজে দেখতে পাওয়া গেল এই চারটে লাইন। আর ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে ছেলেটি যে মারা গেছে সে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যাবসায়ী, বয়স হল ২৫-২৬ এর মধ্যে এবং সুঠাম চেহারা তবে অ্যালকোহল পাওয়া গেছে পেটে। খুন যে অন্য কোথাও হয়েছে সেটা অসম্ভব নয় । তবে ছেলেটির ব্যবহার সবার সাথে ভাল ছিল না, তাই নিশ্চয়ই শত্রুর ও অভাব ছিল না। ইদানিং একা একা থাকতে ভালবাসত ও কাউকে না বলেই কয়েক দিন করে নিরুদ্দেশ হয়ে যেত। কোথায় যেত কেউ জানেনা। স্যার আর তেমন কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। বাড়ির লোক ছাড়া কোন বন্ধু বান্ধব তেমন ওর ছিল না। কর্মচারী বলতে একজন আছে কিন্তু সেও খুব বেশি কিছু তথ্য দিতে পারেনি'।

'রত্নবীরবাবু লোকটির নাম ঠিকানা তো বললেন না', জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ সলুউসান।

'হ্যাঁ ওনার নাম রজতাভ ঘোষ। ঠিকানা ১ নং নষ্করপাড়া লেন গড়িয়া, কোল-৮৭'। উত্তর দিলেন রত্নবীরবাবু।

'ঠিক আছে আমরা আবার তদন্ত করতে যাব। দেখি দ্বিতীয় কেসটা কি ?' এইবার রত্নবীরবাবু দ্বিতীয় কেসটা বলা শুরু করলেন।

'দ্বিতীয় খুন হয় একজন মহিলার, নাম আলো রায়। তিনি বিখ্যাত ক্লাসিকাল ডান্সার । হঠাৎ একদিন বিড়লা একাডেমি থেকে একটা সেমিনার যাব বলে উনি এয়ারপোর্টের জন্য ট্যাক্সি ধরেছিলেন, তারপর তার খোঁজ পাওয়া যায় হাজরা এলাকার রাস্তার পাশে একটি গাছের তলা, মৃত অবস্থায় । গভীর রাতে মৃত্যু হয়েছে এমন রিপোর্ট থাকলেও এবারও আশ্চর্যকর সেই ডাক্তারী রিপোর্টে যে ওনার মৃত্যুও হয়েছে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে অর্থাৎ স্বাভাবিক মৃত্যু । কিন্তু এবারও আমরা একটা পেপার কাটিং নোট উদ্ধার করি এবং তাতে লেখা আছে আবার সেই চরটে লাইন ঃ-' বলে পরবর্তী কাগজটা এগিয়ে দিলেন।

অনেক পথ পার করেছো,
কাটিয়েছো একা একা জীবন।
জীবন দিয়েছে তোমায় অনেক কিছু
তবুও তোমার অহংকারেই তোমার পতন।।

এবারে মিঃ সলুউসান বলে উঠেলেন, 'আচ্ছা রত্নবীরবাবু এতো কোন একজন খুনি আলাদা আলাদা ভাবে খুন করছে। আপনার কি মনে হয়?'

রত্নবীরবাবু শান্তভাবে বললেন, 'সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না স্যার। কিন্তু আমাদের মাথা ব্যাথার আরও একটা কারণ আছে। ডাক্তারী পরীক্ষা বা ময়না তদন্তে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে বার বার প্রমানিত হচ্ছে। এটা কিভাবে সম্ভব ? '

'আমাদের আরও গভীর ভাবে তদন্ত করতে হবে। খুঁজতে হবে ক্লু । খুনি যতই চালাক হোক না কেন কিছুতো ভুল করবেই। আচ্ছা ওনার বাড়িতে কে কে আছেন ? ওনার আচরনই বা কেমন ছিল ?' জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ সলুউসান।

'ওনার বাড়ি শিলিগুড়িতে কিন্তু উনি থাকেন এখানে হাতিবাগানে। উনি একাই থাকতেন। টাকাকড়ির অভাব নেই। দুজন পরিচারিকা ও একজন ড্রাইভার আছে তবে রাত্রে উনি একাই থাকতে ভালবাসতেন। ইদানিং ওনার মেজাজটা প্রায় খারাপ থাকত এমনিই দুই পরিচারিকা জানিয়েছে'। উত্তর দিলেন রত্নবীরবাবু।

মিঃ সলুউসান এবার একটা যুক্তি তৈরী করার চেষ্টা করলেন, 'আচ্ছা দুটি খুনের মাঝে সাদৃশ্য তাহলে আমরা কি কি পেলাম ? এক কবিতার শেষ লাইনটি প্রায় এক অর্থাৎ অহংকারের কথা বলা হচ্ছে, দুই দুজনেই একা থাকতে ভালবাসতেন, তিন দুজনের মৃত দেহ পাওয়া যায় বাড়ি থেকে বহু দূরে । আর বৈসাদৃশ্য বলতে একজন নারী ও একজন পুরুষ, একজন ব্যাবসায়ী ও আরেকজন শিল্পী। রত্নবীরবাবু আমাদেরকে স্পটেও এদের বাড়িটি ভাল করে দেখতে হবে, আর হ্যাঁ মোবাইল ফোনের কল লিষ্ট ও গতকয়েক মাসে কাদের সাথে ওনারা দেখা করেছিলেন তার বিবরনও আমার চাই'।

'ঠিক আছে স্যার আর তৃতীয় কেসটা বলবে আমাদের বন্ধু ইন্সপেক্টর ঋতম সেন। উনি এই কেসটা দেখছিলেন'।

ঋতমবাবু শুরু করলেন তৃতীয় খুনের বর্ণনা, 'হঠাৎ একদিন ফোন আসে সকালের দিকে একটা অচেনা লোকের লাশ পাওয়া গেছে আলিপুর এলাকার একটা ঝোপঝাড়ের পাশে। আমরা তৎক্ষনাত সেখানে পৌঁছোই এবং দেখি শরীরে অসংখ্য দাগ। লাল ও কালো হয়ে ফুলে আছে। চোখ মুখ ঠিক করে চেনা যায় না। দেখে অনুমান করলাম যা পরে পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট অনুসারে মিলে গেল যে বিষাক্ত পোকার দংশনে মৃত্যু। যেমন বোলতা বা ভীমরুল বা কাঠপিপড়ার অত্যাধিক কামড়ে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়া। আমরা আসে পাশে তদন্ত করে দেখলামা এরকম অনেক ভীমরুলের বাসা ওই এলাকায় রয়েছে। কিন্তু দুর্ঘটনা বলে মনে হলেও এটা যে একই ব্যাক্তির তৃতীয় খুন সেটা আমরা বুঝতে পারি বডির প্যান্টের পকেটের তল্লাসি করে। এখানেও আবার সেই একই রকমের কবিতা। এই দেখুন', বলে ঋতমবাবু কাগজটা এগিয়ে দিলেন।

আবার এসো এই ধরাতে
নতুন জন্মে, নতুন রূপে, সুখনন্দন।
তোমার আজি জীবন শেষ,
অহংকারেই তোমার পতন।।

মিঃ সলুউসান সিগারেটটা অ্যাস্ট্রেতে রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওনাকে শনাক্ত করা গেল না কেন ? আরও একটা ব্যাপার আমার যতদূর ধারনা বডি যেখানে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে নিশ্চই খুন হচ্ছে না, তাহলে খুনি নিশ্চয়ই বডি কোন রকমভাবে সেখানে রেখে আসছে। সে ক্ষেত্রে গাড়ির টায়ার বা বডি টেনে নিয়ে যাওয়ার কোন চিহ্ন নেই কেন' ?

এবার ঋতমবাবু বললেন, 'স্যার এটা নিশ্চই কোন পাকা মাথার কাজ । খুনি এমন জায়গাতে বডি রাখে যেখানে মাটি না থেকে কংক্রিট থাকে। সময় এমন যখন রাস্তাঘাট প্রায় খালি আর সবচেয়ে বড় কথা লাশগুলি বসানো অবস্থায় পাওয়া যায়। যেন বসে কেউ ঘুমচ্ছে । আর আমরা পরে ওনাকে শনাক্ত করতে পেরেছি। উনি হলেন এস মল্লিক ইন্সটিটউসানের শিক্ষক কল্যান রায়। বাড়ি গড়িয়াতে । উনিও লোকের সাথে খুব একটা মিশতেন না। বদরাগী লোক বলে পরিচিত ছিলেন। বাড়িতে একাই থাকতেন। বিয়ে করেন নি'।

এরপর ঋতমবাবু কথা বলা শেষ করতেই চতুর্থ খুনের বর্ননা শুরু করলেন আরো এক অফিসার। উনি বললেন, 'আমার নাম শিবম দাস। আমি হলাম নাকতলার এস আই। আমার কাছে খবর আসে একটি সিনেমা হল থেকে । নাকতলার শিবানী হল থেকে ফোন আসার পর গিয়ে দেখলাম এক ব্যাক্তির সিটে বসে মৃত্যু ঘটেছে। আঘাতের কোন ছাপ নেই কিন্তু মৃত্যুর কষ্ট ওনার মুখে স্পষ্ট ছিল। উনি মদ্যপ অবস্থায় সিনেমা হলে এসেছিলেন ও ডায়বিটিসের রুগী ছিলেন অ্যালার্জী হওয়ার ফলে ওনার মৃত্যু ঘটেছিল। এই পর্যন্ত ঠিক ছিল যদি না কোন নোট ওই ভদ্রলোকের কাছে পাওয়া যেত। এই দেখুন,' বলে উনি কাগজটা এগিয়ে দিলেন-

ঘনকালো অন্ধকারে হারিয়ে গেলে আজ
তুমি কেন হলে না অন্য রকম
তোমাকে ভেবেছিলাম তুমি আলাদা
না তোমার অহংকারে তোমার পতন।।

মিঃ সলুউসান এর কবিতাটা পড়ার পর শিবমবাবু এবার ভদ্রলোকের পরিচয় দিলেন, 'ওনার নাম নারায়ণ স্যানাল, বাড়ি নাকতলায়, পেশায় উনি চিত্র সাংবাদিক। অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক, কথা খুব কম বলতেন তবে ওনাকে চিনতেন এমন লোক প্রচুর ছিল'।

মিঃ সলুউসান একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আচ্ছা এটা যে সিরিয়াল কিলিং তা আমরা ধরে নিচ্ছি। সিরিয়াল কিলিং এ কয়েকটি জিনিস খুবই কমন (সাধারণ) যেমন খুনির একটা বিশেষ মটো বা মতনিদর্শন থাকবে যেমন এক্ষেত্রে অহংকার। খুনি খুন করার পর খুন হয়ে যাওয়া লোকগুলিকে অহংকারী বলছে। দ্বিতীয়ত থাকবে প্যাটার্ন অর্থাৎ পদ্ধতি যেটা কার্যত এখনও অস্পষ্ট। তৃতীয়ত চ্যালেঞ্জ অর্থাৎ খুন করার পর কোন ক্লু যা একরকম ভাবে বলা যেন পারলে আমায় ধরে দেখাও। আচ্ছা এই রকম কোন ব্যাপার কি আপনাদের চোখে পড়েছে' ?

'কই না তো,' আশ্চর্য হয়ে সবাই বলে উঠল। 'নিশ্চই আছে, বন্ধুরা । আপনারা শুধু ধরতে পারছেন না। এইরকম প্রায় সময় হয়ে থাকে'। বলে কাগজ ও তথ্যগুলিকে পরপর সাজিয়ে হোয়াইট বোর্ডের দিকে এগিয়ে চললেন। চারটে চারটে করে ১৬ টি লাইন লিখে ফেললেন। তারপর বডির প্রাপ্তিস্থান ও নামগুলি পরপর সাজালেন। তাতে যা দাড়ালো -

প্রাপ্তিস্থান	নাম	লিঙ্গ	পেশা	অন্যান্য ক্লু
Ajaynagar	Rajatabha Ghosh	M	Business	Loose Temper
Hajra	Alo Roy	F	Dancer	Alone
Alipur	Kalyan Roy	M	Teacher	Bad Temper
Naktala	Narayan Sanyal	M	Photographer	Bad Temper.

মিনিট ২০ পরে উনি চিৎকার করে উঠে বললেন, 'পেয়ে গেছি' 'ইউরেকা'। 'ভালো করে নামের প্রথম অক্ষরগুলি লক্ষ্য করুন, প্রথমে প্রাপ্তিস্থান AHAN এবং পরে নামগুলি নিচে থেকে উপরে NKAR । দুটি মেলালে হয় AHANKAR । শুধু তাই নয় এখনও তিনটি খুন বাকী এবং তাদের নামের স্পষ্ট ইঙ্গিতও রয়েছে । পরবর্তী খুনের স্থান বা মৃতদেহ প্রাপ্তিস্থান হবে K দিয়ে,' খুব উৎসাহিত ভাবে পুরো ব্যাপারটা এক নাগাড়ে উনি বলেগেলেন।

রত্নবীর কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তাকে থামিয়ে দিয়ে Mr Solution বললেন 'বডি পাওয়ার ডেটগুলি আবার বলুন দেখি'। রত্নবীর কাগজ ঘেটে বললেন, 'ওই তো স্যার ১লা এপ্রিল ২০১২, ৮ই এপ্রিল ২০১২, ১লা মে ২০১২ ও ১৪ই মে '।

'এইতো এখানে একটা ইঙ্গিত পাচ্ছি, যেমন খুন হয়েছে ১ তারিখে আর বডি পাওয়ার রিপোর্ট দুই তারিখে অর্থাৎ ১ মানে A । ৮ অর্থাৎ H এবং ১ হল A এবং ১৪ হল N । তাহলে পরবর্তী খুন হবে ১১ই জুন। কি সর্বনাশ আজ কত তারিখ ? আজই তো ১১ই জুন । আমাদের আরও লক্ষ্য করা উচিত খুন হবে রাত ১২ টার আগে। এখন রাত ৮ টা । তাহলে এক্ষুনি সব থানাকে জানাতে হবে,' এই বলে অস্থিরভাবে ঘরের ভীতরে উনি পায়চারি করতে থাকলেন।

হঠাৎ পিছনে ঘুরে রত্নবীরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রত্নবীর K দিয়ে তোমাদের শহরে কি কি থানা আছে ? আজ ওই ক্রিমিনালটাকে ধরে ফেলব। ও জানেনা ও কি খেলায় মেতেছে। আজ ওকে আটকাতেই হবে'।

রত্নবীরবাবু বললেন, 'স্যার K দিয়ে যেমন কালীঘাট থানা, কাশীপুর থানা বা আরো কয়েকটা থানা পাওয়া যাবে, কিন্তু K দিয়ে রাস্তা বা পাড়ার নামও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে কার্যত অসম্ভব এই অল্পসময়ের মধ্যে সর্বত্র নজরদারী চালানো'।

'যাই বল আমাদের এক্ষুনি কিছু একটা ব্যাবস্থা নিতেই হবে। আমরা এখানে সবাই বসে থাকলে চলবে না,' বলে প্রথমে মিঃ সলুউসান ও পরে বাকী সবাই ঘর থেকে একে একে বেরিয়ে পড়লেন।

পরের দিন ভোর বেলায় রত্নবীর মিঃ সলুউসান কে ফোন করে জানালেন, 'স্যার আপনার সন্দেহ একেবারে ঠিক । একটা বডির খবর আছে ক্যানাল রোড থেকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি চলে আসুন, আমিও যাচ্ছি'।

তারপরেই মিঃ সলুউসান ও রত্নবীর উপস্থিত হয়ে একই ধরনের নোট উদ্ধার করলেন, এবং পড়লেন কাগজটিকে -

যেতে দিলাম তোমাকে, আজ আর আটকাবো না
জীবন আর নেই, নেই তোমার বেঁচে থাকার মন
বন্ধু তোমায় মুক্তি দিলাম
তোমার অহংকারেই তোমার পতন।।

হঠাৎ রত্নবীর বডিটির দিকে দেখিয়ে বলল, 'দেখুন স্যার প্রায় বডি পাওয়া যায় বসা অবস্থায় । এর কিছু কি ঈঙ্গিত আছে ? তাছাড়া এর গায়ে কোন আঘাতের চিন্হ নেই । আমি এক প্রকার নিশ্চত যে ময়না তদন্তেও স্বাভাবিক হৃদস্পন্দন স্তব্ধ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না। এইবারেও আমরা কিছুই করতে পারলাম না, বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

'আরে দাঁড়াও দাঁড়াও। এক্ষুনি হতাশ হলে চলে নাকি। আমরা চুরি ছিনতাই বা ছিচ্‌কে চোর ধরতে নামিনি। আমরা এমন একজনকে খুঁজছি যে প্রতিনিয়ত ব্লু দিয়ে আমাদের চ্যালেঞ্জ করছে, যদি পার তো ধরে দেখাও। এটা এতটা সহজ নয়,' বলে মিঃ সলুউসান ভাল করে বডিটার বসার ভঙ্গিমা লক্ষ্য করতে থাকলেন। তারপর বললেন, 'আমাদের দেশে কোন সম্মানীয় ব্যাক্তিকে সমাধিস্থ করার সময় বসানো অবস্থায় মাটিতে কবরস্থ করা হয়। যারা মারা গিয়েছেন তারা প্রত্যেকেই সম্মানীয় ব্যাক্তি তাই তাদের হয়ত বসিয়ে রাখা। তবে খুনিই সবচেয়ে ভাল এর কারনটা বলতে পারবে। যাক তুমি বডিটিকে পোষ্টমর্টেমের জন্য পাঠাও আর শনাক্তকরনের ব্যাবস্থা কর। দেখি এ অভাগার নাম ঠিকানা কি' ?

'স্যার আমি সব ব্যাবস্থা করে দিচ্ছি, কিন্তু একটা প্রশ্ন আমার মাথায় এসেছে। যদি অভয় দেন তাহলে জিজ্ঞাসা করি,' বললেন রত্নবীরবাবু।

'আহা তুমি এত ইতস্তত বোধ করছো কেন ? কি জিজ্ঞাসা করবে করো না'। অভয় দিলেন মিঃ সলুউসান।

'না বলছিলাম আমরা যদি খুনিকে কোন ফাঁদে ফেলতে পারি। আমার কাছে একটা প্ল্যান আছে। যদি আপনি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনাকে একবার বলব ভেবেছিলাম'।

মিঃ সলুউসান একটা সিগার ধরিয়ে বললেন, 'প্ল্যান । ফাঁদে ফেলার প্ল্যান। রত্নবীর খুনি খুব চালাক । সে চায় আমরা বুদ্ধি খাটিয়ে তার কাছে যেন আমরা পৌঁছাতে পারি। সত্যিকথা বলতে সে নিজেই ধরা দিতে চায়। ফাঁদে কি সে পা দেবে ? আর ফাঁদটাই বা কি' ?

রত্নবীরবাবু বললেন, 'স্যার আমরা জানি খুনি অহংকার কথাটাকে একেবারে ভালোবাসে না। অহংকার যারা করে তারাই প্রধান লক্ষ্য । আমরা এও জানি পরবর্তী খুন কত তারিখে আর কোন জায়গাগুলিতে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এমন একজন অফিসারকে কাজে লাগানো যেত যে আমাদের কাজটাও করত আর খুনিকেও হাতে নাতে ধরে ফেলত'। হঠাৎ ঠিক ততক্ষনাৎ ঋতমবাবু মৃত ব্যাক্তির পরিচয় যোগাড় করে উপস্থিত হলেন, এবং বললেন. 'মৃত ব্যাক্তির নাম অমল দাস, পেশায় দালাল, শেয়ার মার্কেটে পরিচিতি আছে। বয়স ৫২-৫৩ বৎসর । গত দুদিন পাড়ায় ওনাকে দেখা যায়নি। বাড়িতে একাই থাকতেন। কোন চাকর বাকর নেই। বাড়ি বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে'।

'বাহ চমৎকার, কিন্তু পরবর্তী খুন হওয়ার আগে আমাদের খুনিকে ধরতে হবে। রত্নবীর তোমার প্ল্যানটা কি যেন ছিল ? স্যার আমিত সব আপনাকে বললাম, এবার আপনি বলুন আমরা এবার কি কি করব' ? জিজ্ঞাসা করলেন রত্নবীরবাবু।

'দেখ পরবর্তী খুনের বা বডির প্রাপ্তিস্থান সম্ভাব্য A দিয়ে শুরু, ব্যাক্তির নাম শুরু হবে H দিয়ে এবং তারিখ হবে ১লা জুলাই রাত ১২ টার আগে। রত্নবীর কাজে লাগাও তোমার ফাঁদ। তবে আমাদের তদন্ত যেমন চলছিল ঠিক তেমনই চলবে,' বলে ধীর গতিতে মিঃ সলুউসান নিজের গাড়ির দিকে রওনা দিলেন।

রত্নবীর তার কথামত একজন অফিসার নিয়োগ করলেন যিনি প্রায় প্রতিদিন খুনিকে প্রতক্ষ্য বা পরোক্ষোভাবে বোঝাতে বা ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে গেলেন। অন্য দিকে আবার ডাক্তারী পরীক্ষা অনুসারে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে স্বাভাবিক মৃত্যুর রিপোর্ট পাওয়া গেল।

তবে অনেক চেষ্টা করে এবার একজন প্রত্যক্ষদর্শীরও সন্ধান পাওয়া গেল যার বর্ননা অনুসারে সেদিন রাত সাড়ে নটার সময়ে ক্যানাল রোডে ওই বসার জায়গায় একজন ভদ্রলোক আর একজন স্ত্রীলোককে বসে থাকতে দেখতে দেখেছিলেন। প্রতিদিন নাইট ডিউটি যাওয়ার সময়ে সাইকেল থেকে একঝলক দেখার সুবাদে যেদিন উনি এই দৃশ্য দেখেছিলেন এমনি তিনি জানিয়েছিলেন পুলিশকে। 'কে এই রহস্যময়ী মহিলা ? কোন মহিলার দ্বারা কি এতটা নিষ্ঠুর হওয়া সম্ভব' ? এই সমস্ত কথা ভাবছিলেন মিঃ সলুউসান এবং আশা করছিলেন রত্নবীরের ফাঁদ যদি কাজ করে তাহলে খুনিকে ধরা যাবে। মনে মনে বললেন, 'আজ ১লা জুলাই এখন রাত সাড়ে ৯টা, আর একটু পরেই কারুর কপালে নেমে আসবে প্রচন্ড দুর্ভোগ। কলকাতায় এত লোকজন কিভাবে সবাইকে সুরক্ষা দেব জানিনা'। বলতে বলতেই ঋতমবাবু খবরটা নিয়ে এল, 'স্যার আমাদের ফাঁদ কাজ করেনি। খুনি তার টার্গেট এবারে একে বারে অন্য রকমভাবে বেছেছে। সে একজন এমন মানুষকে বেছে নিয়েছে যার আমরা কল্পনাও করতে পারব না। সে বিখ্যাত গায়িকা হরবালা নন্দীকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে'।

'কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব? উনি তো বিখ্যাত এবং ওনাকে সর্বদা সিকিউরিটি গার্ড ঘিরে থাকে । ওনাকে খুন করা অত সহজ কাজ তো নয় । বডি কোথায় পাওয়া গেল' ? জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ সলুউসান।

'ওনার বডি পাওয়া যায় অরবিন্দ সরনীর একটি নামী হোটেলের একটি ঘরে । খুনি আরও একটি চমক দিয়েছে । এবার চার লাইনের জায়গায় সে ৬ লাইন লিখেছে,' বলে কাগজটা এগিয়ে দিলেন-

একদা লড়েছি জীবনের সাথে
আজ লড়ছি তোমার সাথে
বসে আছি পথ চেয়ে
কবে দেখা হবে তোমার সাথে
তুমি করেছিলে ভুল, করোনি সংশোধন
তোমার অহংকারেই তোমার পতন।।

'যথেষ্ট হয়েছে, বলে মিঃ সলুউসান চিৎকার করে উঠলেন, আর সহ্য করা যাচ্ছে না। আমরা এত লোক কোন ভাবে কি ওই আসামীটাকে ধরতে পারব না। হোটেলে কার নামে বুকিং করাহয়েছিল ? কোন হাতের ছাপ, কোন ক্লু' ? বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ সলুউসান।

'না স্যার, এখানেও আর কোন ক্লু নেই । হোটেলে হরবালা নন্দীর নামেই বুকিং ছিল। ওনার দ্বারাই একান্ত গোপনীয়ভাবে বুক করা হয়েছিল। ওনার সাথেই এক মহিলা ওই ঘরে গিয়েছিল কিন্তু ঘন্টা খানেক থাকার পর তিনি বেরিয়ে যান। ওনার মুখ ঢাকা থাকায় ওনাকে কেউ শনাক্ত করতে পারেনি'। উত্তর দিলেন ঋতমবাবু, 'তবে আমার মনে হয় খুনি আমাদেরকে ক্লু দিচ্ছে ও বলছে ক্ষমতা থাকলে আমাকে ধরো। স্যার আমরা কি কোথাও কিছু মিস্ করছি'।

'আমায় একটু একা থাকতে দাও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওই কবিতার মধ্যে কিছু ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে । আমাকে বার করতেই হবে। পরবর্তী খুন R অর্থাৎ ১৮ই জুলাই নাম হবে A দিয়ে, জায়গার নাম হবে R দিয়ে। খুনি একজন মহিলা। অহংকার ও অহংকারীদের সহ্য করতে পারে না। অভিনব ভাবে খুনের পদ্ধতি প্রয়োগ। কোথায় আমি ভুল করছি ? কোথায় আমি ভুল করছি' ? বার বার নিজের মনেই কথা বলতে লাগলেন।

এরপর ১৫ দিন পরেও সমস্ত টিম কোন সন্দেহভাজন কে ধরতে পারল না। তবে তাদের শেষ পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট অনুসারে একটা বিষয়ে জানতে পারল যে মারার সময়ে হাত বাঁধা হয়েছিল এবং হৃদযন্ত্র বিকল হয়েই মৃত্যু ঘটেছিল।

রত্নবীর মিঃ সলুউসান এর কাছে এসে বলল, 'স্যার শেষবারের মত আমি একটা কাজ করতে চাই। এই কবিতাগুলি নিয়ে কোন সাহিত্যিক বা বাংলা সাহিত্যের প্রফেসরকে দেখাতে চাই। হতে পারে এগুলি পড়ে কিছু ক্লু বা অন্তর্নিহিত অর্থ ওনারা আমাদের জানাবেন । আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে.....'।

'নিশ্চই এই নাও বলে ফাইলটিকে এগিয়ে দিলেন,' আর বললেন, 'রত্নবীর একটু তাড়াতাড়ি কর। আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে এই কেসটা'।

ঠিক ১৭ তারিখ রাত্রী ৮ টার সময় রত্নবীরবাবু ছুটে এলেন এবং জানালেন, 'স্যার সাহিত্যিক নিরঞ্জন দাসগুপ্ত আপনাকে এই কেসের ব্যাপারে কিছু বলতে চান। স্যার এখুনি একবার ওনার কাছে আমাদের যেতে হবে'। উদ্ভ্রান্তের মত মিঃ সলুউসান কে নিয়ে এগিয়ে চলল গাড়িটি সাহিত্যিক নিরঞ্জন দাসগুপ্তের বাড়ির দিকে।

নিরঞ্জন দাসগুপ্ত আপ্যায়ন করে ওনাদের বসালেন এবং বললেন, 'আপনি অমৃতা সেনকে চেনেন, মানে ওনার গানকি কখনও শুনেছেন' ?

মিঃ সলুউসান বললেন, 'কই না তো । উনি কি কলকাতার কোথাও গান গান' ?

নিরঞ্জন দাসগুপ্ত হেঁসে বললেন, 'না না তবে আজ থেকে ১০ বছর আগে বাংলা একাডেমীর একটা অনুষ্ঠানে ওনার লেখা ও গাওয়া গানের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পান। তারপর দীর্ঘ কাল ওনার কোন খোঁজ খবর আর নেই। তবে আপনাদের দেওয়া কবিতাগুলির সাথে অদ্ভুত মিল আছে। তাই আপনাদেরকে ডেকে পাঠালাম,' বলে রেকর্ড প্লেয়ারটা চালিয়ে দিলেন। গান শুরু হল-

বসে আছি তোমার পথ চেয়ে
তুমি আসবে আমায় ঠিক চিনে
আজ নেই আমার কিছু, ভালোবাসা ছাড়া
পারবে কি আমায় একটু ভালোবাসা দিতে।

গানটির শেষ লাইনটি মনোযোগ দেওয়ার মতন সেটা মিঃ সলুউসান বার কয়েকবার শুনলেন -

যদি কখনও আসে মনে আমার অহংকার
মৃত্যু তোমায় দিলাম ঠিকানা
ধরা দেব আমি নিজে থেকে
আমি বসে আছি ২০১ নং গীর্জাবাড়ি লেনে
যাব চলে একেবারে সবকিছু ফেলে রেখে।।

মিঃ সলুউসান বললেন, 'রত্নবীর এবার বুঝতে পারছো খুন করে বসিয়ে রেখে কি ঈঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। আর দেরি করা ঠিক হবে না। রাত ১টা বাজে। চল রত্নবীর ২০১ নং গীর্জা বাড়ি লেন। মানে মৌলালীর একটু পরেই। ওনাকে ধরতেই হবে। আজ যে ১৮ তারিখ । আর দেরী নয়'। বলে নিরঞ্জন দাসগুপ্তকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে দ্রুত গাড়িতে রওনা দিলেন।

ঠিকানায় পৌঁছিয়ে দরজায় টোকা দিতেই একজন ৩৪-৩৫ বৎসরের যুবতী দরজা খুলে বললেন, 'আপনারা এসেগেছেন। দাঁড়ান আমি শাড়িটা পরে আসি'। বলে ভীতরে গিয়ে শাড়িটা পাল্টে একটা ছোট ব্যাগ নিয়ে এসে দাঁড়ালেন।

মিঃ সলুউসান বললেন, 'আপনি কি অমৃতা সেন' ?

উনি মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ আমিই অমৃতা সেন'।

মিঃ সলুউসান বললেন, 'আপনাকে আমাদের সাথে এক্ষুনি রাসবিহারীতে আমাদের অফিসে যেতে হবে'।

উনি আবার বললেন, 'আমি তৈরী'। তারপর গাড়ীতে করে চার মিনিটের মধ্যে অফিসে পৌঁছে গেলেন এবং সময় নষ্ট না করে সরাসরি মিঃ সলুউসান ওনার দিকে প্রশ্ন করলেন, 'কেন আপনি এই পথ বেছে নিলেন' ?

অমৃতা সেন আবেগহীন ভাবে বললেন, 'আমি একজন ডায়বেটিসের রূগী। এই দেখুন আমার প্রেশক্রিপ্সান। বলে একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন মিঃ সলুউসান এর দিকে এবং আরো বললেন, ইন্সুলিন না নিলে আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি। তাতে আমার মৃত্যুও ঘটতে পারে। আজ আমার ইন্সুলিন নেওয়া হয়নি। আপনি যদি একটু ব্যাবস্থা করে দেন। আমি টাকা দিচ্ছি । কাউকে দিয়ে যদি আনিয়ে দেন তাহলে খুব ভাল হয়। আর আপনার সব উত্তরই আজ আমি দেব'।

রত্নবীরকে ডেকে মিঃ সলুউসান বললেন, 'রত্নবীর তুমি আমার চেম্বারে যাও সেখানে আমার ব্যাগে ইন্সুলিন সিরিঞ্জ ও অ্যাম্পেল পাবে। তুমিতো জানো আমারও সুগার আছে। প্লিজ মিস সেনকে একটু সাহায্য কর। তবে তুমি ওই গুলো আমার হাতে দেবে। হ্যাঁ মিস সেন বলুন দেখি কেন ও কিভাবে আপনি প্রথম খুন করলেন' ?

'জানেন তো আমার বাবা খুব বিখ্যাত গায়ক ছিলেন,' বলে শুরু করলেন অমৃতা সেন, 'ওনার মৃত্যুর পর আমরা দিশেহারা হয়ে যাই। কি করব, কিভাবে আমরা চলব জানতাম না। বাড়িতে একভাই আর অসুস্থ মা ছিল। মাও কিছুদিনের মধ্যে গত হলেন। আমি বাবার কাছ থেকে গান গাওয়া শিখে ছিলাম। ভাই তখন কলেজ হষ্টেলে পড়াশুনা করছিল। তার সমস্ত পড়ার খরচ আমাকে জোগাড় করতে হত। আজ থেকে ৬ বছর আগে আমি নাইট ক্লাবে গান গাইছিলাম, একটু রাতও হয়েগিয়েছিল, একজন মদ্যপ যুবক কিছু অতিরিক্ত টাকা হোটেল মালিকের হাতে গুঁজে দিয়ে তার সামনেই আমাকে বিবস্ত্র করে আমাকে ধর্ষন করে। হোটেল মালিক টাকা নিয়ে সব দেখেছিল বরং বলা ভাল উপভোগ করেছিল কিন্তু কোন প্রতিবাদ করেনি। আজ দীর্ঘ ৫ বছরের সন্ধানে আমি সেই ব্যাক্তিকে খুঁজে পাই। প্রথমে তাকে প্রচুর নেশা করাই এবং একটি লং ড্রাইভে যাওয়ার অনুরোধ করি। সে অতি সহজেই রাজি হয়ে যায়। আমি পরিকল্পনা মাফিক একটি খালি সিরিঞ্জ নিয়ে গাড়ির মধ্যেই তার অচেতন শরীরে অর্থাৎ পায়ের গোড়ালিতে কিছু হাওয়ার বুদবুদ শিরার মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমি জানতাম এতেই তার মৃত্যু ঘটবে। আমি খুব আনন্দ পেয়েছিলাম যে একটি জানোয়ার পৃথিবী থেকে কম হল,' বলে কিছুক্ষন তিনি চুপ থাকলেন।

মিঃ সলুউসান এবার বললেন, 'দ্বিতীয় খুনটা কেন ও কিভাবে করলেন' ?

অমৃতা সেন আবার বলা শুরু করলেন, 'আলো রায়কে আমি খুব ছোট বেলা থেকে চিনতাম। উনি আমার এক বান্ধবীর মা । ছোটবেলা থেকে গান গাওয়ার সময় উনি অন্ধভাবে ওনার মেয়েকে সবার চেয়ে সেরা ভাবতেন আর আমাকে তো একেবারে সহ্যই করতে পারতেন না। যতবার ওনাদের বাড়ি আমি গিয়েছি ততবার আমাকে নানা ভাবে হেনস্থা বা তিরস্কার করা হয়েছে। একদিন এক শপিং মলে ওনার সাথে অনেক দিন পরে দেখা হতে আমাদের বাড়িতে আসার নিমন্ত্রন করলাম। তারপর ওনাকে যথা সময়ে একদিন আমাদের বাড়িতে ওনাকে নিয়ে আসি অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে। তারপর নানান কথায়, প্রলোভন ও ছলে আমাদের বাড়িতে বসিয়ে রাখলাম। আমি জানতাম ওনার ভুতের ভয় রয়েছে। একটু রাত গভীর হতেই প্ল্যান অনুসারে ভুতের ভয় দেখাতেই খুব সহজে আমার কাজ হয়েগেল। তারপর আমার গাড়িতে করে প্রয়োজন মতন জায়গায়তে লাশটাকে পৌঁছে দিলাম'।

মিঃ সলুউসান আবার বললেন, 'তৃতীয় ব্যাক্তির সাথে আপনার কি শত্রুতা ছিল' ?

অমৃতা সেন আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'এরা শুধু আমার শত্রু নয়, এরা সমাজের শত্রু। প্রথমজন জঘন্য একব্যাক্তি যে যেকোন মেয়েকে দেখে ভোগ্যবস্তু ভাবে, যেন পৃথিবীর সব মেয়েকে ধর্ষন করার অধিকার তাকে ভগবান নিজের হাতে তুলে দিয়েছে। যেকোন সময়ে যেকোন মেয়ের শরীরে সে হাত দিতে পারে। এটা কখনও সম্ভব নয়। আবার আলো রায়ের মতন মহিলাদেরও সমাজে শুধু মাত্র টাকার জোর আছে বলে যা ইচ্ছা করার অধিকারও থাকার কথা নয়। এরা শুধু আমার নয় আপনারও শত্রু'।

মিঃ সলুউসান বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। বলুন তৃতীয় ব্যাক্তি কি দোষ করেছিল' ?

'বলছি', বললেন অমৃতা সেন, 'কল্যাণ রায় খুব বাজে ব্যাক্তি ছিলেন। আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়ি তখন থেকেই নানান ভাবে উনি আমাদের গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করতেন। অনেকভাবে আমি নিজেকে বাঁচাতাম। তখনই মনে মনে ঠিককরেছিলাম ওনাকে একদিন উচিত শিক্ষা দেব। একদিন ওনার সাথে দেখা করে আমাদের বাড়িতে আসার জন্য অনুরোধ করলাম এবং বললাম ছোট বেলায় আমারও আপনাকে খুব ভাল লাগত। আপনার সব বাসনাই আমি পূর্ণ করব। টোপটা কাজ করল। প্ল্যান মাফিক উনি ঠিক দিনে উপস্থিত হলেন। আমি আগে থেকেই কয়েকশো ভীমরুল - বোলতা জোগাড় করে রেখেছিলাম। ওনাকে সসম্মানে একটা ঘরে বসিয়ে দরজাটা বন্ধ করে

দিয়ে ওই মারণ কীটগুলিকে ছেড়ে দিলাম। আমি ওনাকে বুঝিয়ে দিলাম কীটের মতন উনি আমাদের দংশন করতেন আর আজ কীটদংশনের জ্বালা কেমন হয়'।

মিঃ সলুউসান এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি একা কিভাবে এত কিছুর ব্যাবস্থা করলেন' ?

অমৃতা সেন শান্তভাবে জবাব দিলেন, 'স্যার টাকায় সব হয়। কিন্তু আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করেছিলাম, ইন্সুলিন এর জন্য। আমার শরীর খারাপ করছে। মাথাও ঝিমঝিম করছে। আপনিতো জানেন সবই'।

মিঃ সলুউসান বললেন, 'হ্যাঁ, ওটা এক্ষুনি এসে যাবে। ওই তো এসে গেছে। আচ্ছা আপনি ওটা নিয়ে নিন তারপর আমায় চতুর্থ খুনের ব্যাপারটা বলুন'।

অমৃতা সেন বললেন, 'স্যার আমার নিজে নিজে ইঞ্জেক্শান নিতে খুব আসুবিধা হয় । আমার পরিচারিকা আমাকে ওটা নিতে সাহায্য করে । সে ওটা দিয়ে দেয়। তাই স্যার যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমায় একটু সাহায্য করুন'।

মিঃ সলুউসান বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি দিয়ে দিচ্ছি। এমনিতেও আমি এটা আপনার হাতে দিতাম না। আসুন দেখি আপনাকে ইঞ্জেক্শান টা দিয়েদি'। বলে উনি অ্যাম্পেল ভরে ইঞ্জেক্শান টা দিয়ে দিলেন। মিঃ সলুউসান আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত অভিনব ভাবে হত্যা করার কারণটাই বা কি' ?

অমৃতা সেন উত্তর দিলেন, 'এটা আমার এক ধরনের প্রতিবাদ। সমাজে যারা অন্যায়ভাবে আমাদের মতন মেয়েদেরকে সর্বদা মাটিতে পায়ের তলায় মাড়িয়ে আনন্দ পায় তাদের মৃত্যু কখন সহজে হওয়ার কথা নয়। আমাদের সহ্যশক্তি একটু বেশি তাবলে আমরা দূর্বল এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই। প্রয়োজনে আমরাও উচিত শিক্ষা দিতে পারি তাই এদের শাস্তিগুলি আমি কঠিনভাবে বেছেনিয়েছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ । নারায়ণ স্যানাল একজন চিত্র সাংবাদিক। উনি আমার সাথে পরিচয় করেছিলেন একটি কবি সম্মেলনে। ছবি তোলার নাম করে উনি বারংবার আমার ঘনিষ্ট হতে চেয়েছিলেন। প্রথমদিকে আমার ভাল লাগলেও পরে বুঝতে পারি ওনার উদ্দেশ্য ভাল নয়। তাই আমি ওনার সাথে আর কোন যোগাযোগ রাখিনি। পরে প্ল্যান মাফিক ওনার সাথে একটা সিনেমা দেখতে যাই। প্রচুরমদ খাওয়ার ফলে সিনেমা হলে উনি অচেতন হয়ে পড়েন ও জ্ঞান হারান। আমি জানতাম কাঠপিপড়ের কামড়ে ওনার এলার্জী আছে। প্রায় একবাক্স কাঠপিপড়ে ওনার জামায় ঢেলে দিয়ে আমি সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে আসি আর ওনার প্রাণ যায় অচেতন অবস্থায়। এলার্জীতে শ্বাস রোধ হয়ে'।

'আর অমল দাস প্রায় আমাদের বাড়িতে আসতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্তলোভী প্রকৃতির মানুষ। ওনার নজর ছিল আমাদের বাড়িটির উপর। কখনও কখনও আমাকে খুব বিরক্ত করতেন। ওখানে কোন এক প্রোমোটার শপিংমল জাতীয় কিছু একটা তৈরী করার পরিকল্পনা করছিল আর ওই দালাল ওকে সাহায্য করছিল। একদিন ওনাকে বাড়িতে ডাকলাম, তারপর প্রচুর মদ খাওয়ালাম, নিয়ে গেলাম আমাদের পুরাতন একটা ঘরে। বসিয়ে দিলাম একটা যন্ত্রচালিত ঘুর্ণী চেয়ারে। সুইচ অন করতেই চেয়ারটা ১৫০০ আর.পি.এম এ পাক খেল ওনার হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে গেল। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী হবার সুবাদে জানতাম মৃত্যু নিশ্চিত। তারপর ওনাকে যথাস্থানে পোঁছে দিয়ে এলাম। আরও একটা নরকের কীট বিদায় হল'।

'হরবালা নন্দী হলেন এমন একজন মহিলা যিনি আমাকে বিখ্যাত হতে দেননি আমার লেখা সমস্ত গান নিয়ে শুধু একবার আমাকে সুযোগ দিয়েছিলেন আজ থেকে ১০ বছর আগে। শর্ত অনুযায়ী আমার সবগান তাকে দিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করতে পারি এবং প্রথম স্থান অধিকার করি। আজ উনি বিখ্যাত আমার গান গেয়ে। আমার জীবন শেষ করার দায়ভার ওনাকে নিতেই হবে তাই গোপনে ওনাকে যোগাযোগ করলাম আর বললাম দেখা না করলে সমস্ত ব্যাপারটা মিডিয়াকে জানিয়েদেব। অবশেষ প্ল্যান মাফিক যথা সময়ে অরবিন্দ সরণীর একটা হোটেলে ওনার সঙ্গে আমার নির্জনে দেখা হল। ওনাকে কাবু করতে আমার বেশিক্ষণ লাগল না। হাত বেঁধে শুড়শুড়ি দিয়ে হাঁসতে হাঁসতে ওনার দম আটকে মৃত্যু হল,' বলে শান্ত হলেন অমৃতা সেন। ওনাকে দেখে খুব অসুস্থ মনে হচ্ছিল। উনি খুব ক্লান্ত বোধ করছিলেন। এসি ঘরেও এবার ওনার ঘাম ফুটে উঠেছিল।

মিঃ সলুউসান বললেন, 'আমার যতদুর ধারনা, সাতটা খুন হওয়ার কথা। যাক আপনাকে তাহলে সপ্তম খুনটা করা থেকে আমরা আটকাতে পেরেছি'।

অমৃতা সেন বললেন, 'না পারেন নি। সপ্তম খুন হবেই। আজই হবে, এক্ষুনি হবে। ডায়বিটিসের রুগী হিসাবে আপনি জানেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওভার ডোস ইন্সুলিন ১৫ মিনিটের মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যু নিয়ে আসতে পারে। আমি বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় ইন্সুলিন এর ডোস নিয়েছিলাম আর আপনি আমায় ডোস দিয়েছেন, আমি আর কয়েক মিনিট । আরো একজন অহংকারীর পতন ঘটবে। এটাই নিয়ম,' বলে অমৃতা সেন নিস্তেজ হয়ে পড়লেন।

মিঃ সলুউসান অনেক ব্যাস্ত হওয়ার পরও কিছু করতে পারলেন না। ডাক্তার আসার পর বোঝা গেল যে ওনার মৃত্যু ঘটেছে। ব্যাগটা খুঁজে আবার একটা একই রকম ছয় লাইনের কবিতা পাওয়া গেল -

চেয়েছি মুক্ত পৃথিবী, মুক্ত শ্বাস
মুক্ত নর, মুক্ত নারী, মুক্ত চিন্তাধারা
থাকবে নির্ভয়, থাকবে সবার বিশ্বাস
পৃথিবী হবে নির্মল করবে সবাই যতন
বিদায় বন্ধু আমি চলি,
আমার অহংকারেই আমার পতন।

মিঃ সলুউসান দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ঋতমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আরও একটা কেস ক্লোজ হল। কিন্তু আজ থেকে মনে রেখো মেয়েরা দুর্বল নয়, প্রয়োজনে তারাও হয়ে ওঠে দেবী, অসুর দলনী, মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গা বা মা কালী'।

(সমাপ্ত)